দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 03 NOV 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

33

দেড় হাজার পরীক্ষার্থীর কথা—

পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ নিয়ে বিভ্রান্তি নুতন নয়। কখনো খাতা হারিয়ে যায়। কখনো নম্বর গুণতে ভুল হয়। কখনো আবার পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রের নাম পাসের তালিকায় খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ একটু সতর্ক হলে এ ধরনের ভুলভ্রান্তি এড়ানো কঠিন নয়। তবুও এ কাজটি করা হয় না। ফলে, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে বিভ্রান্তি একটি সাংবৎসরিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর হয়রান হচ্ছে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক।

এই হয়রানি চরমে ওঠে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ স্থগিত রাখা হলে। ছাত্রীছাত্রীরা জানতে পারে না তারা কৃতকার্য হতে পেরেছে কিনা। প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় উচ্চশিক্ষার পথে। অর্থাভাবে অনেকের পড়াশুনা বন্ধ করতে হয়। এ ঘটনাও ঘটছে প্রতিবছর। কোন বোর্ড কর্তৃপক্ষই মনে হয় এ ব্যাপারে খুব সতর্ক নন।

ঢাকার একটি দৈনিকে পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত সংক্রান্ত একটি খবর আছে। রাজশাহী বোর্ডের দেড় হাজার ছাত্রছাত্রীর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানানো হয়েছে, দেড় হাজার ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে রেজিস্ট্রেশনের ভুলভ্রান্তির কারণে। পরীক্ষার ফরম পূরণের আগেই এই ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা। রেজিস্ট্রেশন নম্বর না থাকলে বা নম্বর ভুল হলে পরীক্ষার অনুমতি দেয়া হয় না। প্রবেশপত্রও দেয়া হয় না। অথচ একশ্রেণীর অসাধু কর্মচারী নিজেদের উদ্যোগে পরীক্ষার অনুমতি দিয়েছে। প্রবেশপত্র দিয়েছে। আর এই ছাত্রছাত্রীদের ঠেকিয়ে দিয়েছে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের আগে।

এ ঘটনা ঘটছে প্রতিবছর। অথচ এর কোন প্রতিবিধান হচ্ছে না। আমরা আশা করব শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই ব্যাপারটি সম্পর্কে ভালভাবে খোঁজ-খবর করবেন।